তারিখ 25. APR. 2016
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৬ ...

সংবাদ

সরকারি কলেজের নানা সমস্যা

শিক্ষার মানোন্নয়ন ও সমস্যা সমাধানে অধ্যক্ষ সম্মেলন ৩০ এপ্রিল

রাকিব উদ্দিন

দেশের সরকারি কলেজের প্রধান সমস্যা শিক্ষক সংকট, শ্রেণীকক্ষের স্বল্পতা ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের (জাবি) অদক্ষতা ও চাপিয়ে দেয়া ঘন ঘন পরীক্ষা। বেশির ভাগ সরকারি কলেজের পক্ষ থেকে এসব সমস্যা চিহ্নিত করে মাউশিতে তথ্য পাঠানো হয়েছে।

শিক্ষার মানোন্নয়ন, কলেজের প্রধান সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও সমাধানের লক্ষে সব সরকারি কলেজের প্রধানদের নিয়ে ৩০ এপ্রিল 'প্রিন্সিপাল কনফারেন্স' (অধ্যক্ষ সম্মেলন) এর আয়োজন করেছে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতর (মাউশি)। এই সম্মেলনের আগেই নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের সমস্যা ও সমাধানের উপায় সম্পর্কে মাউশি'কে প্রতিবেদন দিয়েছেন অধ্যক্ষরা।

গতকাল পর্যন্ত ২৯২টি সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ মাউশি'তে যেসব প্রতিবেদন পাঠিয়েছেন, তাতে শিক্ষক ও ক্লাসরুম স্বল্পতা, প্রয়োজনীয় একাডেমিক ও প্রশাসনিক ভবন না থাকাকে বেশি প্রাধান্য দেয়া হয়েছে বলে মাউশি'র কলেজ শাখার কর্মকর্তারা জানিয়েছেন। তারা জানান, সেশনজট নিরসনের নামে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বাস্তবায়নাধীন ক্রাশ প্রোগ্রাম নিয়ে বেশির ভাগ অধ্যক্ষ উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

জামালপুর আশেক মাহমুদ সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর মুজাহিদ বিল্লাহ ফারুকী মাউশি'কে যে প্রতিবেদন পাঠিয়েছেন তাতে শিক্ষার : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ১

শিক্ষার : মানোন্নয়ন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

দেখা গেছে, তার কলেজে শিক্ষার্থী আছে প্রায় ১৪ হাজার। একাদশ শ্রেণি, বিএ (পাস কোর্স), ১৪টি বিষয়ে অনার্স ও ১১টি বিষয়ে মাস্টার্স কোর্স চালু রয়েছে। কিন্তু শিক্ষক আছেন মাত্র ৬০ জন। আবার শ্রেণীকক্ষেও শিক্ষার্থীদের জায়গার সংকুলান হচ্ছে না।

এ বিষয়ে প্রফেসর মুজাহিদ বিল্লাহ ফারুকী সংবাদকে বলেন, 'শিক্ষক সংকটের কারণে কলেজ চালানোই কঠিন হয়ে পরছে। আবাসিক ও যাতায়াত সুবিধা না থাকায় প্রতিদিন ২৫ থেকে ৩০ কিলোমিটার থেকে শিক্ষকদের কলেজে আসতে হয়। সংকটের কারণে প্রভাষক দিয়েই অনার্স ও মাস্টার্সের ক্লাস নেয়া হচ্ছে। কিন্তু শ্রেণীকক্ষে জায়গা না হওয়ায় শিক্ষার্থীরাও ক্লাসে আসতে চায় না।'

আগামী ৩০ এপ্রিল শনিবার রাজধানীর সেগুনবাগিচায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট মিলনায়তন অথবা জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমিতে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ ওইদিন সকাল ৯টায় সম্মেলনের উদ্বোধন করবেন, যা চলবে বিকেল ৫টা পর্যন্ত। ডেপুটি কমিশনার বা ডিসি সম্মেলনের আদলে দেশে প্রথমবারের মতো বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলার সব সরকারি কলেজের প্রধানদের নিয়ে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে।

শেরপুর সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. একেএম রিয়াজুল হাসান তার প্রতিষ্ঠানের মূল সমস্যা হিসেবে শিক্ষক স্বল্পতাকে চিহ্নিত করেছেন। পাশাপাশি এই কলেজে নেই প্রয়োজনীয় একাডেমিক ভবন, নেই কোন প্রশাসনিক ভবন ও অডিটরিয়াম, নেই সীমানা প্রাচীর ও মেয়েদের পৃথক ভবন।

এ বিষয়ে প্রফেসর ড. একেএম রিয়াজুল হাসান সংবাদকে বলেন, 'আমার কলেজে সমস্যার অন্ত নেই। এছাড়া ২০১৮ সালের মধ্যে সেশনজট নিরসনের নামে ক্রাশ প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন করতে গিয়ে ৫/৬ মাস না পড়িয়েই অনার্স ও মাস্টার্সের পরীক্ষা নিতে হচ্ছে। এতে শিক্ষার মূল লক্ষ্য অর্থাৎ পাঠলাভ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে ছাত্রছাত্রীরা।'

সরকারি কলেজ শিক্ষকরা বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারভুক্ত। মাউশি তথ্যানুযায়ী, দেশের মোট ৩০২টি সরকারি কলেজ (সদ্য জাতীয়করণ কলেজ ছাড়া) ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক রয়েছেন মাত্র ১২ হাজার ৯২৬ জন। কিন্তু শিক্ষকের পদ রয়েছে ১৫ হাজার ১১২টি। সবমিলিয়ে বর্তমানে শূন্য রয়েছে তিন হাজার ৬ শতাধিক শিক্ষকের পদ। মোট ৩০২টি কলেজে শিক্ষার্থী আছে ১৩ লাখ ৫৬ হাজার ৯৬২ জন। এ হিসেবে ১০৫ জন শিক্ষার্থীকে পাঠদানের জন্য একজন শিক্ষক রয়েছেন। অর্থাৎ শিক্ষার্থী-শিক্ষক অনুপাত ১:১০৫। অথচ দেশের ৩৭টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত ১:৪০। প্রিন্সিপাল কনফারেন্সে উপস্থিত থাকতে ইতোমধ্যে দেশের ৩০৬টি সরকারি কলেজের প্রধানকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে বলে সংবাদকে জানিয়েছেন মাউশি'র উপপরিচালক আবু সুলতান মো. একে সাব্রী। তিনি বলেন, 'জাতীয়করণ হওয়া ১৪টি কলেজের অধ্যক্ষকেও এই সম্মেলনে আমন্ত্রণ জানানোর বিষয়টি বিবেচনা করা হচ্ছে।'

সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানান, সম্মেলনের আগাম প্রস্তুতি হিসেবে ইতোমধ্যে ৩০৬টি সরকারি কলেজের অধ্যক্ষের কাছে প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা, কলেজের প্রতিষ্ঠাকাল, শিক্ষকের তথ্য, অবকাঠামো সুবিধা ও সীমাবদ্ধতা, পরিবহন সুবিধা আছে কীনা, শিক্ষকদের আবাসনের ব্যবস্থা আছে কিনা, প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন পরীক্ষার ফলাফল এবং সর্বোপরি প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের প্রধান তিনটি সমস্যা চিহ্নিত করা ও এর সমাধানের উপায় জানতে চাওয়া হয়েছে।

অধিদফতরের পরিচালক (কলেজ ও প্রশাসন) অধ্যাপক ড. এসএম ওয়াহিদুজ্জামান স্বাক্ষরিত একটি চিঠিতে ইমেইলে সব সরকারি কলেজ অধ্যক্ষদের কাছে নিজ নিজ কলেজের যাবতীয় তথ্য, সমস্যা ও সম্ভাব্য সমাধান জমা দিতে বলেছেন। গতকাল পর্যন্ত ২৯২টি কলেজের অধ্যক্ষ মাউশি'র তথ্যানুযায়ী (চক) সমস্যা চিহ্নিত করে প্রতিষ্ঠানের সার্বিক তথ্যউপাত্ত পাঠিয়েছে। এতে শিক্ষক স্বল্পতা, শিক্ষকদের আবাসন সুবিধা না থাকা, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বেচ্ছাচারিতা ও অদক্ষতা, পাঠদান অসম্পূর্ণ রেখেই অনার্স-মাস্টার্সের পরীক্ষা নেয়াকেই সমস্যা হিসেবে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন অধ্যক্ষরা। আবু সুলতান মো. একে সাব্রী জানান, 'বেশির ভাগ প্রতিষ্ঠান প্রধান যেসব সমস্যাকে বেশি গুরুত্ব দিবেন সেগুলিকে সম্মেলনে তুলে ধরা হবে। পাশাপাশি ৯টি অঞ্চল (মাউশি'র ৯টি আঞ্চলিক কার্যালয়) থেকে প্রতিষ্ঠান প্রধানরা নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে সার্বিক বিষয় নিয়ে মতামত তুলে ধরবেন।'

শিক্ষামন্ত্রী, শিক্ষাসচিব এবং মাউশি মহাপরিচালক গুরুত্বপূর্ণ ও দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য রাখবেন। অধ্যক্ষদের সমস্যা শুনবেন এবং সম্ভাব্য সমাধানের উপায় নিয়ে বিশদ আলোচনা করবেন।

আবু সুলতান মো. একে সাব্রী জানান, 'ডিসিরা প্রতিবছর সম্মেলনে নিজ নিজ জেলার সমস্যা ও নানা সুপারিশ পেশ করেন। এসব সমস্যা নানাভাবে সমাধান করে সরকার। কলেজের অধ্যক্ষরা দেশলাইয়ের কাঠিতুল্য ১৮ থেকে ২৫ বছর বয়সী টগবগে তরুণ শিক্ষার্থীদের ডিল করেন। অধ্যক্ষদের জন্য পুলিশ বা অন্যকোনো প্রটেকশন বা সুবিধা থাকে না। মাঝেমধ্যেই ছাত্রছাত্রীরা নানা স্বার্থের দ্বন্দ্বে জ্বলে ওঠে। পত্রিকার শিরোনাম হয়। অধ্যক্ষ সাহেবরাই শিক্ষার্থীদের সামলান কোন প্রশিক্ষণ ছাড়াই। অধ্যক্ষদের জন্য কোন দিক নির্দেশনাও থাকে না। শ্রেণীকক্ষে ভালো পড়ানোর অভিজ্ঞতা আর ছাত্রছাত্রীদের সামলানো আলাদা বিষয়। উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে অন্য অনেক কর্মকর্তার গাড়িসহ নানাবিধ সুবিধা থাকে, যা থেকে সরকারি কলেজ অধ্যক্ষরা বঞ্চিত।